শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

৪র্থ সংখ্যা । ২০২১

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

উড়ন্ত যোগী

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের সঙ্কলন থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলীর লীলাকথা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা যৌগিক রহস্যময় ক্ষমতায় মোটেই আগ্রহান্বিত নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সামনে তাদের পরীক্ষার জন্য যোগবলের নিদর্শন তুলে ধরতেন। যদিও তিনি সে-সব দেখাতেন তাদের, তারা কিন্তু তাতে অভিলাষী হত না।

একটা কাহিনী আছে রসিকানন্দের, তিনি ছিলেন শ্যামানন্দ পণ্ডিতের এক শিষ্য। এটা ঘটে রেমুনায়, যেখানে বিখ্যাত ক্ষীরচোরী গোপীনাথ মন্দিরটি রয়েছে। রসিকানন্দের এই লীলাকথা কোনও বইতে যে লেখা আছে, তা আমি দেখিনি, তবে এই ঘটনাটি মন্দিরের স্থানীয় পণ্ডিতেরা বলে থাকেন। বাস্তবিকই, ওখানে একটা বিশেষ বেদি স্তম্ভ রয়েছে এই লীলার পুণ্যস্মৃতি বহন করে।

একবার এক যোগীপুরুষ রেমুনা শহরটাতে এসে ছিলেন আর তিনি একটা গাছের ডালে চেপে চারিদিকে উড়ে বেড়াতেন। একটা গাছের ডালে চেপে উড়ে বেড়াচ্ছেন, এ কথা ভাবলে বোঝা

যায় যে, তিনি সাত্ত্বিক অষ্টাঙ্গ যৌগিক পদ্ধতি অনুসারে বাস্তবিকই কোনও যোগীপুরুষ নন। দেবদেবীদের পূজার তান্ত্রিক পদ্ধতিই তিনি মানতেন। ঐ ধরনের তান্ত্রিকদের কাছে মন্ত্রপূত বৃক্ষশাখা থাকত । এটাই ছিল আগেকার প্রথা।

পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাসে, আমরা শুনেছি যে, ডাইনীরা ঝাঁটার ওপর চেপে উড়ে বেড়াত। ভারতবর্ষে ওরা গাছের ডালে চেপে ওড়ে। তাই মনে হয় যে, ঠিক এই ধরনের একটা তান্ত্রিক বিজ্ঞান চার থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে সারা পৃথিবীতে চর্চা করা হত। তবে এটা এসেছিল আসলে ভারতবর্ষ থেকেই এই যোগীটা একটা গাছের ডালে চেপে চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছিল, আর গ্রামের সবাই হতবাক হয়ে দেখছিল। লোকটার অসাধারণ ক্রীড়াকৌশল দেকে তারা সব বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তারা ছুটে যায় রসিকানন্দের কাছে, তিনি ছিলেন ওদের স্থানীয় মহন্ত, তাদের পারমার্থিক গুরুদেব এবং পরামর্শদাতা। তারা তাঁকে বৈষ্ণব বলেও ভালবাসত। ওরা বলল, “আপনার এক্ষুণি আসা দরকার এবং একবার দেখুন এই যোগীটা একটা গাছের ডালে চেপে কী রকমভাবে চারদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। দারুণ আশ্চর্য ।” তখন খুব সকাল আর রসিকানন্দ তখন দাঁত মাজন করছিলেন।

বললেন, “ও নিয়ে ভাববার কিছু নেই। ও কোন ব্যাপারই নয়।

“না, সে উড়ে বেড়াচ্ছে!

"বলছি, এটা কোনই ব্যাপার নয়। কৃষ্ণচিন্তা করাটাই আসল ব্যাপার।"

"না, না, কোনও দড়িদড়া নেই, লোকটা একটা গাছের ডালে চেপে দিব্যি উড়ে চলেছে!"

রসিকানন্দ বড় অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি যা দিয়ে দাঁত মাজন করছিলেন, সেই নিম দাঁতনটা নিয়ে তাঁর পায়ের নিচে রাখলেন আর তাতে চেপে আশ্রমের চারিপাশে তখনই বার কয়েক উড়ে এসে বললেন, "তোমাদের তো বললাম, এটা কোন ব্যাপারই নয়। তোমাদের শুধুমাত্র কৃষ্ণচিন্তা নিয়েই থাকতে হবে।" তখন নিমদাঁতন থেকে নেমে তাই দিয়ে দাঁত মাজা সেরে ফেললেন। গাঁয়ের মানুষ সবাই তাজ্জব হয়ে গেল আর তাঁর উপদেশবাণী হৃদয়ঙ্গম করতে পারল।

আমাদের মহান আচার্যদের মধ্যে অনেকেরই এই সব ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সে-সব তাঁরা কাজে লাগাতেন না, কারণ তাতে মানুষ কৃষ্ণভাবনা থেকে বিচ্যুত হয়ে যেত। কৃষ্ণভাবনা ছেড়ে তারা কী করে উড়তে পারবে, তাই নিয়েই মেতে উঠত। ঐ ভাবধারাতেই তারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত আর ঐ ভাব নিয়ে যদি তাদের মৃত্যু হত, তা হলে তো পাখি হয়ে কিংবা রহস্যময় উড়ন্ত যোগী টোগী হয়েই আবার তাদের জন্ম নিতে হত, এবং তার ফলে তাদের পারমার্থিক উন্নতির পথে অযথা বিলম্বই ঘটত।

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরুমুখ পদ্মবাক্য, পৃষ্ঠা-১০

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net

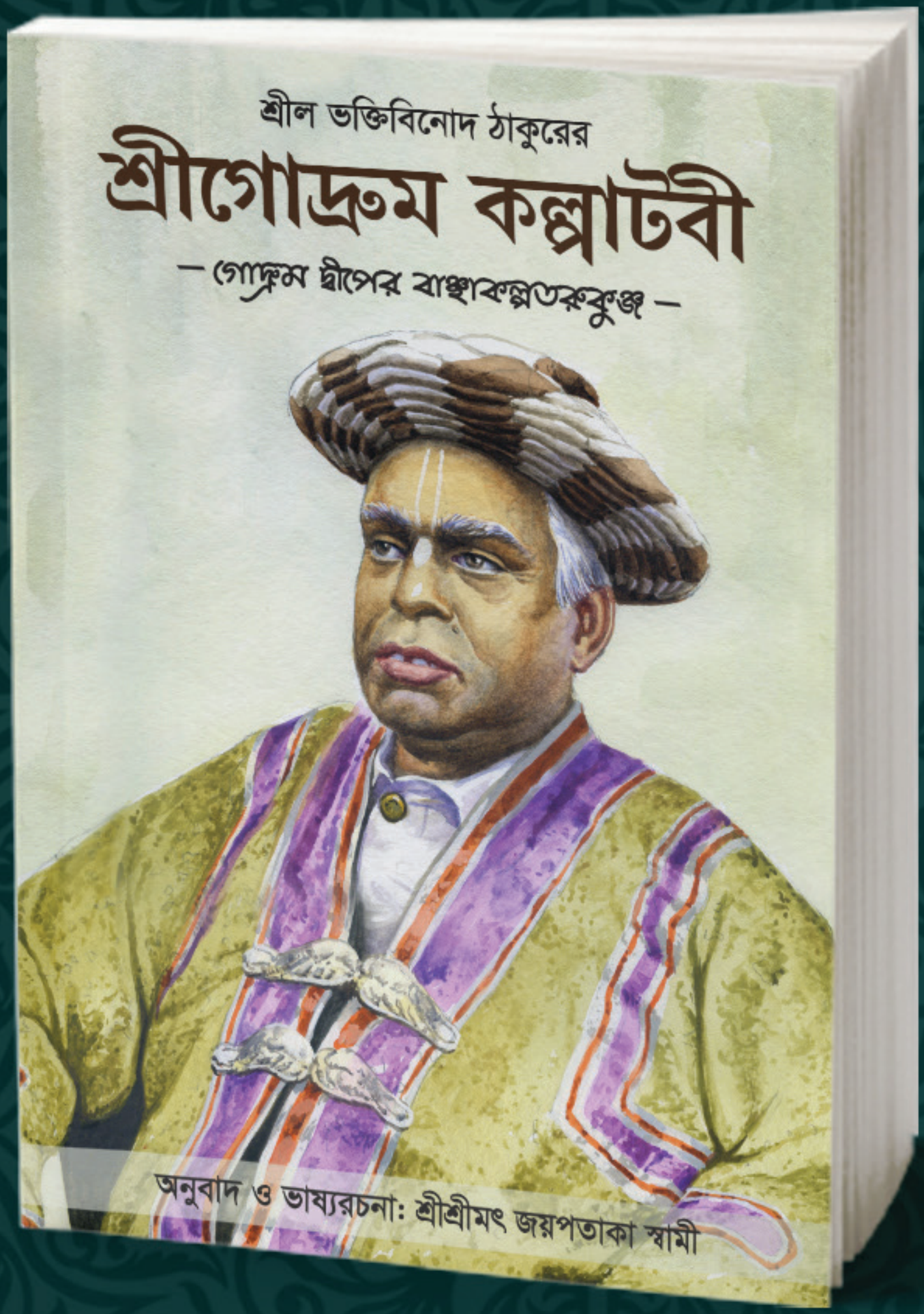

ভিক্টোরী ফ্লাগ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত

লেখক: শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

+919800915553